সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

জন্ম, ঢাকা, ১৯৬৫। বেড়ে উঠেছেন পুরোনো ঢাকায়। পড়াশোনা সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুল, নটর ডেম কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইংরেজি সাহিত্য)। মধ্য-আশি থেকে লেখালেখি প্রকাশ পেয়ে আসছে প্রধানতঃ লিটল ম্যাগাজিনে। স্ত্রী মিনতি ও কন্যা টায়রার সঙ্গে ১৯৯৫ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাস খাটছেন। বর্তমানে এনসিআর নামক একটি আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

বইপত্র:

প্রকাশিত বই:

১. অন্তউড়ি (আধুনিক বাংলা পদ্য রূপান্তরে চর্যাপদ, ঢাকা, ১৯৮৯)।
২. তনুমধ্যা (কাব্যগ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৯০)।
৩. নির্বাচিত ইয়েটস (ডব্লু বি ইয়েটস-এর নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ, ঢাকা, ১৯৯৬)।
৪. এলিয়টের প'ড়ো জমি (টি এস এলিয়ট-এর দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড ও দ্য লাভ সং অব জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক-এর অনুবাদ, ঢাকা, ১৯৯৮)।
৫. কালকেতু ও ফুল্লরা (উপন্যাস, ঢাকা, ২০০২)।
৬. পুলিপোলাও (কাব্যগ্রন্থ, ঢাকা, ২০০৩)।
৭. মাতৃমূর্তি ক্যাথিড্রাল (গল্পগ্রন্থ, ঢাকা, ২০০৪)।
৮. কবিতাসংগ্রহ (কাব্যগ্রন্থ, ঢাকা, ২০০৬)।
৯. দিগম্বর চম্পূ (কাব্যগ্রন্থ, ঢাকা, ২০০৬)।
১০. গর্দিশে চশমে সিয়া (কাব্যগ্রন্থ, ঢাকা, ২০০৮)।
১১. ডিকিনসন শতক (এমিলি ডিকিনসনের ১০০টি কবিতার অনুবাদ, প্রকাশিতব্য)।
১২. কবিতা ডাউন আন্ডার (অংকুর সাহা ও সৌম্য দাশগুপ্তের সঙ্গে যৌথভাবে অস্ট্রেলিয় কবিতার অনুবাদ, প্রকাশিতব্য)
১৩. অ্যালবিয়নের গান - পাঁচ শতকের ইংরেজি কবিতা (অনুবাদ, প্রকাশিতব্য)

সম্পাদিত পত্রিকা: প্রসূন (মাসুদ আলী খানের সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায়, ঢাকা, ১৯৮৯-৯১)

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

নিরাকরণ

ঝুকুর ঝুকুর ময়মনসিং, কই মধুপুর?
        দূর! দূর! দূর!

অনিকেত রেললাইন, অফুরান প্রাণের পায়েল,
কত ছাগ কত বাঘ নিমিখে ঘায়েল,
কড়া রোদে গলা কাঠ— সেলাম হুজুর!
        দূর! দূর! দূর!

ভূপালে খুলির খেলা, হাওয়া করে হাহা,
ঢিলাঢালা সমস্যার জটিল সুরাহা!
রাতি আছে রতি নাই, নাই সুরা, সুর—
        দূর! দূর! দূর!

কোন্ ঠেঁয়ে পুঁতে দিলি পিতেমোর চাবি?
রাই-বিনু মথুরায় কৈসে গোঁয়াবি?
ইরানি নারীর চেয়ে মধুর মদির নাকি কনানি আঙুর?
        দূর! দূর! দূর!

(ঢাকা, ১৯৮৪)

ফুল হীঁ ফুল

মানুষের লাশ গুনে গুনে
ক্লান্ত চোখ হঠাৎ-ফাল্গুনে
ক'রে বসল ভুল
দেখল এক বর্ণচোরা ফুল।

মানুষের চোখের ভিতরে,
মানুষের অসুখী পাঁজরে,
মজ্জানিমজ্জিত গুম-খুনে
ফুল ফুটে উঠল এক হঠাৎ-ফাল্গুনে।

পুঁতিগন্ধময় আর রতিগন্ধময়
মানুষের সমস্ত প্রণয়,
সমস্ত বরফ তথা সমস্ত আগুনে
ফুল ফুটে উঠল এক হঠাৎ-ফাল্গুনে।

কে আমাকে দিল এই চোখের ব্যারাম,
এ-আরাম, এই সজ্ঝারাম?

(ঢাকা, ১৯৮৪)

ভুল

প্রভাতে পা-দু’টি তার হেঁটে এল গুটিগুটি পা’য়
দয়িতের গুটিসুটি ঘুমের গুহায়,
কালো চোখে কত ভালো আলো তার নীড়
খুঁজে পেয়ে শুয়ে ছিল ওমে সুনিবিড়
তা ভালো আলোই জানে, আর তার শয়ান নাগর
দেখল কেবল সেই পুরানো রগড়
বড় বেশি কাছে থেকে, দূরে থেকে, যেন ঐ চোখের পাতায়
জ’মে ছিল কিছু রেতঃ, পিঁচুটির প্রায়...

ঐটুকু ফাঁকা
ভুল-পথে ঘুরিয়েছে নিয়তির চাকা,
ঐটুকু ভুল
দেবতার হ’ল চক্ষুঃশূল।

(ঢাকা, ১৯৮৫)

কাল্ট্

লবণ-দ্রবণে চুবিয়ে রেখেছি পায়ের আঙুল সাতাশ মিনিট
পেডিকিওরের প্রয়োজন আছে আধ্যাত্মিক
নখগুলি যদি বেড়ে যেতে চায়
জন্তুর মতো
তবু যেন তার রূপ দেখে শত
মদন মূর্ছা যায়
আর হাত সে তো দু'দিন আগে বা পরে
নির্ঘাত যাবে ঝ'রে
বলা বাহুল্য শুধুই পায়ের জোরে
পৌঁছতে পারি স্বর্গে কিংবা লস এঞ্জেলিস
বলা তো যায় না বাকিংহামেরও দোরে
সবচেয়ে বড় কথা
হাতিয়ারটাকে শান দিয়ে রাখা সুস্বাস্থ্যকর প্রথা ॥

(ঢাকা, ১৯৮৭)

অঘ্রান

আমার ধানের খেতে বিচরণ করো, আগন্তুক,
সোনার ফসল নাও, দু'হাতে ছড়াও ইচ্ছামতো—
অবারিত ক'রে দাও হৃদয়ের প্রবল কৌতুক,
ফুটুক খৈয়ের মতো অঘ্রানের ধান-ভানা যত।
দম শম যম মানে, জানি, সব মায়াহরিণেরা;
বেবফা উমর তবু গুলে যাক্ মায়ার বেঘোরে।
তোমারও ঘনিষ্ঠ লাভ : মৃগনাভি সঙ্গে নিয়ে ফেরা—
এমন সোনার মৃগ পাবে কোন্ অমরার দোরে?
এখানে আকাশ আছে, এই ঘরে, এই জানালায়,
এখানে রূপশ্রী পায় গাছ, মাটি, পাথুরে জীবন—
মাথার পোকার মতো ঢুকে গিয়ে আমার মাথায়
অনন্তে শিকার ক'রে ফেরো তুমি খাঁটি গুপ্তধন;
বুঝে দাও, কানাকানি ক'রে কোনো কানে কোনো কথা,
আউল বাউল পির ফকিরের সমস্ত ব্যর্থতা।

(ঢাকা, ১৯৮৭)

বন্যা

এ যেন গ্রস্ত হ'য়ে গেছে
বিকেলের খেলো খেলনায়,
ষড়্‌ঋতু ঠুনকো তেওড়া
ঝুপঝুপ ঝোপ বুঝে কোপ,
খুকুমণি, ঘুম খাবি, আয়!

ভেবে দেখলে বুঝি,
ফুরিয়ে এসেছে পুঁজি,
তাই সোজাসুজি
ত্রিতাল —
ত্রিকালের তাল
বিকালের তাল
খুকুমণি, ঘুম খাবি, আয়!

বিকেলেরও একটা তাল আছে,
সেথায় পপির খেতে খৈ
ফুটছে, ডুবছে থৈ
বন্যায়
তা তা থৈ থৈ
খুকুমণি, ঘুম খাবি, আয়!

মাভৈঃ!
ভাসানে চড়েছে মই,
যে-জন ডুবল জলে, তার
কী আছে বাকি লো সৈ!

(ঢাকা, ১৯৮৮)

ছড়ানো পাতার পথে

প্ল্যাটফর্মে থেমে-থাকা ট্রেনের মতন
এক অনুপম
ব্যাকুলতা অনুক্ষণ কুড়ে-কুড়ে গ্রাসে আচ্ছাদন—
তুমি র'বে নীরবে হৃদয়ে মম!

এদিকে কদর্থ ঘণ্টা বাজে— দ্বীপান্তর...
যুগল ঝাড়ুর ধুলা, রক্তারক্তি, অনুরক্তি, আর
চক্রবর্তী চক্র তোলে আণ্ডীর দোহার :
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর!

ছড়ানো পাতার পথে এ-জীবন; এ রাতের শেষতম
বিড়ি— তবে, ছাই তার সেও পুড়ে যায়, উড়ে যায়,
আশঙ্কার চেয়েও প্রখর,
আক্ষেপের চেয়ে আগে হাওয়ায় মিলায়—

চাকা ঘোরে ঘরঘর,
ঘরঘর চাকা ঘুরে যায়।

(রাজশাহি, ১৯৮৮)

প্রসূন

আমার পেটের ’পরে কোনো
ছেলেপুলে লাফাবে না আর
সিন্দুকে তুমুল খড়্‌গ দৈনিক গোটানো

আমার সম্মুখে এক রুক্ষ বেলাভূমি
এককুণ্ড নরমুণ্ডে হাওয়ার ওঁকার
মন্দিরের চুড়ো সব গুঁড়ো গুঁড়ো ওঁ
এবং আমার সামনে তুমি
আমি তোমাকে দেখলাম
অবসরে প্রসাধনহীন
এই স্বপ্ন
সুসম্পন্ন
কোনোদিন

এইসব কবরের ঘাসের চাপড়ায়
মানুষের মৃত্যুর রস শুষে শুষে
শিকড়ের শিরিস-জিহ্বায়
কী কী ফুল ফোটে দ্যাখো দ্যাখো
কী কী কী ফুটেছে দ্যাখো

(ঢাকা, ১৯৮৯)

ধর্ষণ

ঠ্যাং ধ'রে ফাঁক ক'রে হাত বেঁধে জামা
সপাট ঝাপটে খুলে দেহ-প্যানোরামা
কচ্‌লে বিকচ করে সাড়ে তেরো মামা
          আঃ
                    আঃ
                              আঃ
ধাপে-ধাপে ঝেঁপে আসে শজারুর কাঁটা
নরসুন্দরের শল্য-হেন সাদামাটা
গলায় গলিয়ে দেয় বাঘের সনাটা
          আঃ
                    আঃ
                              আঃ
দুই কাঁধে হাসে কাঁদে দুই দেবদূত
মেরুতে উড়াল মারে মরু মেঘদূত
পুংকেশর অ্যান্টেনায় ঋণাত্ম বিদ্যুৎ
          আঃ
                    আঃ
                              আঃ
আহ্‌!

(ঢাকা, দীপ ক্লিনিক, ১৯৯০)

বংশ

আহা কী অপূর্ব এই বাঁশের কোঁড়ল!
ধোরো না, ধোরো না, বাপু, লেগে যাবে শুঙ্;
একান্তে বরং পড়ো ফ্রয়েড ইয়ুং,
সৌন্দর্য-রহস্য হবে জলবত্তরল।

নিখিল বংশযোনির শিবলিঙ্গ ইঁহা,
যেমন প্রকট, হায়, তেমনই গোপন,
গজায় না সযতনে করিলে রোপণ,
বিরলে স্বয়ম্ভু, তাই এমন সমীহা

ইঁহারে ঘিরিয়া আছে শুঙের মতন!
তোমার বাগানে, তবু এ তোমার নহে,
সমক্ষে, তথাপি তুমি ইহার বিরহে
আজীবন ক'রে যাবে শরীর-পাতন!

দিন-শেষে যার ধন সে-ই ল'বে কেটে,
তোমার জেনানা সারা হবে কেঁদেকেটে।

(সিডনি, ২০০০)